মেহেরপুরের ইসলামনগর মৌজায় অন্তর্ভুক্তির প্রতিবাদে বাহাগুন্দা গ্রামবাসীর বিক্ষোভ

মেহেরপুর সদর উপজেলার নবগঠিত ৯৭ নম্বর ইসলামনগর মৌজায় গাংনী উপজেলার ৫০ নম্বর বাহাগুন্দা মৌজার ১ থেকে ১২৫৬ নম্বর আরএস দাগ অন্তর্ভুক্ত করার গেজেট নোটিফিকেশন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন বাহাগুন্দা গ্রামবাসী।

আজ শুক্রবার জুমার নামাজের পর বাহাগুন্দা জামে মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি গ্রামের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে বাহাগুন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশে গ্রামবাসী তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, নবগঠিত ইসলামনগর মৌজায় বাহাগুন্দা মৌজার বড় একটি অংশ অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় গ্রামবাসী চরম প্রশাসনিক ও নাগরিক জটিলতার মুখে পড়বেন। বিশেষ করে জমি রেজিস্ট্রেশন, নামজারি, খাজনা পরিশোধ ও ভূমি-সংক্রান্ত কাগজপত্র নিষ্পত্তিসহ সরকারি বিভিন্ন সেবা গ্রহণে সাধারণ মানুষকে চরম ভোগান্তি পোহাতে হবে।

বক্তারা আরও উল্লেখ করেন, এতদিন বাহাগুন্দা মৌজার যাবতীয় কাজ গাংনী উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের মাধ্যমে সম্পন্ন হতো। কিন্তু নতুন গেজেটের ফলে মৌজা বিভক্ত হওয়ায় জমির অবস্থানভেদে গ্রামবাসীকে কখনো মেহেরপুর সদর, আবার কখনো গাংনী উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে ছুটতে হবে। এতে সময় ও অর্থ ব্যয়ের পাশাপাশি নাগরিক ভোগান্তি বহুগুণ বাড়বে। এছাড়া ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রেও বিভ্রান্তি ও জটিলতা সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। তাই বাহাগুন্দা মৌজাকে পূর্বের প্রশাসনিক কাঠামোর অধীনে বহাল রেখে ইসলামনগর মৌজায় অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত বাতিলের জোর দাবি জানান তারা।

প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য

মফিদুল ইসলাম, ধানখোলা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক নুর ইসলামসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। এসময় বিপুলসংখ্যক গ্রামবাসী উপস্থিত ছিলেন এবং দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ঘোষণা দেন।

সমাবেশ থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি দ্রুত গেজেট নোটিফিকেশন পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানিয়ে বক্তারা বলেন, জনস্বার্থবিরোধী এ সিদ্ধান্ত বাতিল না করা হলে ভবিষ্যতে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

মেহেরপুরের বুড়িপোতা সীমান্তে ৪ জনকে পুশইনের চেষ্টা, বিজিবির বাধায় ব্যর্থ

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা বিওপি সীমান্তের খালপাড়া এলাকা দিয়ে চারজনকে বাংলাদেশে পুশইনের চেষ্টা চালিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) বলে অভিযোগ উঠেছে। তবে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর কঠোর অবস্থানের কারণে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

শুক্রবার (১৯ জুন) ভোরে সীমান্তের শূন্যরেখার ওপারে চারজন ব্যক্তিকে দেখতে পান স্থানীয়রা। এ সময় তাদের বাংলাদেশে প্রবেশ করানোর চেষ্টা করা হলে বিজিবি তাৎক্ষণিকভাবে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে। ফলে পুশইনের চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং ওই ব্যক্তিরা সীমান্ত এলাকা থেকে সরে যায়।

স্থানীয়দের দাবি, পুশইনের চেষ্টা করা চারজনের মধ্যে একজন পুরুষ ও তিনজন নারী ছিলেন। তবে তাদের পরিচয়, জাতীয়তা কিংবা কী কারণে তাদের সীমান্তে আনা হয়েছিল, সে বিষয়ে এখনো নিশ্চিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ভোরে সীমান্ত এলাকায় অস্বাভাবিক

নড়াচড়া লক্ষ্য করার পর বিষয়টি বিজিবিকে অবহিত করা হয়। পরে বিজিবি সদস্যরা ঘটনাস্থলে অবস্থান নিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। পুশইনের আশঙ্কায় সীমান্ত এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সীমান্তের বিপরীতে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার তেহট্ট থানার নাটনা বিএসএফ ক্যাম্প অবস্থিত।

এ বিষয়ে বিজিবি-৬ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক কর্ণেল নাজমুল হাসান জানান, শুক্রবার ভোরে বৃষ্টির আগে বিএসএফ চারজনকে বাংলাদেশে পুশইনের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বিজিবির কঠোর অবস্থানের কারণে তারা বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারেনি এবং ফিরে যায়।

তিনি বলেন, “সীমান্তে বিজিবি সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। যেকোনো ধরনের পুশইন প্রতিরোধে বিজিবি বদ্ধপরিকর।”

মেহেরপুর প্রতিদিন পরিদর্শন করলেন ডিএফপির কর্মকর্তারা

মেহেরপুর জেলার জনপ্রিয় পত্রিকা মেহেরপুর প্রতিদিন কার্যালয় পরিদর্শন করেছেন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের (ডিএফপি) কর্মকর্তারা।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে ডিএফপির উপপরিচালক (বিজ্ঞাপন ও নিরীক্ষা) মোহাম্মদ রাশেদুজ্জামানের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি দল এ পরিদর্শন কাজে অংশ নেন। অন্যদের মধ্যে ডিএফপির পরিদর্শক এনামুল হক ও অডিটর আব্দুল মান্নান উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় তারা মেহেরপুর প্রতিদিনের নিউজরুম, স্টুডিও ও সম্পাদকীয় কক্ষ পরিদর্শন করেন। একই সঙ্গে মেহেরপুর প্রতিদিনের স্টাফদের সঙ্গে পত্রিকার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেন, বিভিন্ন রেজিস্টার পরিদর্শন করেন এবং বার্ষিক নিরীক্ষা সম্পন্ন করেন।

পরিদর্শনকালে উপপরিচালক মেহেরপুর প্রতিদিনের অবকাঠামো, অফিস

ব্যবস্থাপনা এবং নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশের জন্য প্রশংসা করেন।

পরিদর্শন ও নিরীক্ষা কার্যক্রমে সহযোগিতা করেন মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন ও ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দু। এ সময় মেহেরপুর প্রতিদিনের যুগ্ম বার্তা সম্পাদক সাকিব হাসান রুদ্র, সার্কুলেশন ম্যানেজার ইয়াসির ইউসুফ ইমন, গ্রাফিক্স ডিজাইনার রাফি হাসান এবং স্টাফ রিপোর্টার পলাশ আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে ২ গ্রাম হেরোইনসহ আটক ১

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামের সাবদারের বাড়ির সামনের পাকা রাস্তা থেকে ২ গ্রাম হেরোইনসহ ইনারুল ইসলাম
(৪০) নামের একজনকে আটক করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিটের দিকে ধলা পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা তাকে আটক করেন। আটককৃত ইনারুল ইসলাম মেহেরপুর সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামের দবির আলীর ছেলে।

ধলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপ-পরিদর্শক (এসআই) পলাশ পারভেজ জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারি রামকৃষ্ণপুর ধলার মোড় এলাকা দিয়ে মাদক পাচার হচ্ছে।

এমন তথ্যের ভিত্তিতে এএসআই বিল্লাল হোসেন, এএসআই নওফেল মোল্লা ও কনস্টেবল মকছেদ আলীকে সাথে নিয়ে তিনি দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। সেখানে সন্দেহভাজন হওয়ার কারণে তাকে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশিকালে তার কাছ থেকে ২ গ্রাম নিষিদ্ধ মাদক হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

এসআই পলাশ পারভেজ আরও জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আটককৃত ইনারুল ইসলামকে ধলা পুলিশ ক্যাম্পে রাখা হয়েছে। তাকে আইনি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে গাংনী থানায় হস্তান্তরের কার্যক্রম চলমান

রয়েছে।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, ধলার মোড় এলাকায় ধলা ক্যাম্পের ইনচার্জ পলাশ পারভেজের নেতৃত্বে নিয়মিত টহল ও নজরদারির কারণে মাদক কারবারিরা নড়ে চড়ে বসছে। এই অভিযানের ফলে স্থানীয় সচেতন মহলের মাঝে স্বস্তি ফিরে এসেছে।

মেহেরপুরের বলিয়ারপুরে বজ্রপাতে এক কৃষকের মৃত্যু

মেহেরপুর সদর উপজেলার বলিয়ারপুর গ্রামে বজ্রপাতে আসাদ (৪২) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৮ জুন) বিকেল ৪টার দিকে সদর উপজেলার বারাদি ইউনিয়নের বলিয়ারপুর দরগাতলা মাঠে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত আসাদ বলিয়ারপুর গ্রামের আজিমুদ্দিনের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কৃষিকাজের উদ্দেশ্যে আসাদ দরগাতলা মাঠে অবস্থান করছিলেন। এ সময় আকাশে মেঘ জমে বৃষ্টি শুরু হয়। একপর্যায়ে বজ্রপাতের আঘাতে তিনি গুরুতর আহত হন।

পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

মেহেরপুরের শ্যামপুরে সরকারি

রাস্তা দখল করে ঘর নির্মাণের অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামে আদালতের ১৪৫ ধারার আদেশ অমান্য করে স্থানীয়দের ব্যবহৃত সরকারি রাস্তার জমি দখল করে ঘর নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে রুহুল আমিন ও তার ভাতিজা ফারুক হোসেনের বিরুদ্ধে।

স্থানীয় প্রশাসনসহ সব নির্দেশনাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সরকারি রাস্তা দখল করায় ক্ষোভ বিরাজ করছে গ্রামবাসীর মধ্যে। তিন শতাধিক কৃষকের মাঠের ফসল বহনের একমাত্র রাস্তা দখল হওয়ায় বিপাকে পড়েছেন স্থানীয় কৃষকরাও। দফায় দফায় সালিস, স্থানীয় ভূমি অফিসের বাধা, উপজেলা প্রশাসনের নির্দেশনার কোনো তোয়াক্কা করছেন না জমি দখলকারী রুহুল আমিন ও তার লোকজন।

স্থানীয়দের ব্যবহৃত শত বছরের এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা দখলমুক্ত চেয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগী গ্রামবাসী।

গতকাল বুধবার দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হন এলাকার অর্ধশত মানুষ।

সংবাদ সম্মেলনে তারা জানান, আদালতের নির্দেশে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ ১৪৫ ধারা জারি করে সংশ্লিষ্ট জমিতে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দেয়। তবে অভিযোগ রয়েছে, ওই নির্দেশ অমান্য করে ঘর নির্মাণের কাজ অব্যাহত রাখেন রুহুল আমিন।
শ্যামপুর হঠাৎপাড়া এলাকায় সরকারি রাস্তার ওপর এই সংবাদ সম্মেলন করেন গ্রামবাসী।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন শ্যামপুর গ্রামের কাবিল হোসেনের ছেলে আবুল কালাম আজাদ। এ সময় ইকবাল হোসেন, ইয়ারুল ইসলাম, আহমেদ আলী, হোসেন আলী, আইযুব আলী, নুর হক, রমজান আলী ও মোতালেব হোসেনসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

লিখিত বক্তব্যে তারা অভিযোগ করেন, শ্যামপুর গ্রামের শত বছরের পুরোনো সরকারি রাস্তা দখল করে ঘর নির্মাণ করছেন রুহুল আমিন। ঘর নির্মাণের শুরু থেকে বাধা দিলেও ক্ষমতার দাপটে কোনো বাধাই মানছেন না রুহুল ও তার লোকজন।

শ্যামপুর গ্রামের বজলুর রহমান, সুইট ও রাজুর ইন্ধনে সরকারি রাস্তা দখলের অভিযোগ করেন ভুক্তভোগীরা।

গ্রামবাসীদের দাবি, প্রায় ২০ ফুট প্রস্থ এবং ১৬২ মিটার দীর্ঘ ওই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন প্রায় ৩০০ পরিবারের চলাচল রয়েছে। পাশাপাশি কৃষকেরা তাদের ফসল পরিবহনের জন্য এই রাস্তা ব্যবহার করেন। রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলে জনদুর্ভোগ মারাত্মকভাবে বাড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তারা।

অভিযোগে আরও বলা হয়, সরকারি রেকর্ড অনুযায়ী এসএ ও আরএস খতিয়ান এবং দাগে ওই এলাকায় সরকারি রাস্তা চিহ্নিত রয়েছে। সিএস, এসএ ও আরএস ম্যাপেও রাস্তার অস্তিত্ব উল্লেখ থাকলেও তা উপেক্ষা করে দখল কার্যক্রম চালানো হচ্ছে।

এ ঘটনায় আবুল কালাম আজাদ মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ১৪৫ ধারায় মামলা দায়ের করেন। আদালত অভিযোগ আমলে নিয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে ওই স্থানে নির্মাণকাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন।

এর আগে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে দায়ের করা অভিযোগের পর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নির্মাণকাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয় বলে জানা যায়।

তবে অভিযোগ রয়েছে, আদালত ও প্রশাসনের নির্দেশনা উপেক্ষা করে পুনরায় ঘর নির্মাণের কাজ অব্যাহত রাখা হয়েছে।

এ বিষয়ে গ্রামবাসীরা দ্রুত সরকারি রাস্তা উদ্ধার করে সাধারণ মানুষের চলাচল নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। তারা সতর্ক করে বলেন, দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে এলাকায় বড় ধরনের সংঘর্ষের আশঙ্কা রয়েছে।

শিক্ষাঙ্গনে দুর্নীতি:

বিশ্বাসের সংকট ও জবাবদিহিতার প্রশ্ন

মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় — এই জেলার নারী শিক্ষার অন্যতম প্রধান বিদ্যাপীঠ। দশকের পর দশক ধরে এই প্রতিষ্ঠান হাজারো মেয়ের স্বপ্ন লালন করে এসেছে। অথচ সম্প্রতি এই বিদ্যালয়েরই প্রধান শিক্ষক আব্দুল লতিফের বিরুদ্ধে সীমাহীন দুর্নীতির যে অভিযোগ উঠেছে, তা কেবল একটি প্রতিষ্ঠানের অবমাননা নয় — এটি পুরো শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি অবিশ্বাসের বীজ বপন করে।

একটি সরকারি বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক চেইন অব কমান্ড ভেঙে পড়া মানে শুধু দাপ্তরিক বিশৃঙ্খলা নয়। এর অর্থ হলো শিক্ষার্থীরা এমন একটি পরিবেশে বেড়ে উঠছে যেখানে দায়িত্বশীলতার কোনো নজির নেই, যেখানে ক্ষমতার অপব্যবহার স্বাভাবিক বলে মনে হয়। একজন প্রধান শিক্ষকের আচরণ কেবল ব্যবস্থাপনার বিষয় নয় — তিনি শিক্ষার্থীদের চোখে একটি আদর্শের প্রতীক। সেই প্রতীক যখন দুর্নীতিতে কলুষিত হয়, তখন ক্ষতি হয় অনেক গভীরে।

প্রশ্ন উঠছে — এই অনিয়ম কি হঠাৎ করে শুরু হয়েছে, নাকি দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে? এবং যদি দীর্ঘদিন ধরেই চলে, তাহলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোথায় ছিলেন? নিয়মিত পরিদর্শন, অডিট এবং তদারকির যে কাঠামো রয়েছে, তা কি আদৌ কার্যকর? নাকি কাগজে-কলমে থাকা সেই তদারকি ব্যবস্থা শুধু আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়েছে?

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দুর্নীতির সরাসরি শিকার হয় শিক্ষার্থীরা। উন্নয়ন তহবিল আত্মসাৎ হলে পরিকাঠামো নির্মাণ হয় না, বই ও উপকরণ কেনার অর্থ অন্যত্র চলে যায়, মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি বা সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। এসব ক্ষতি অদৃশ্য হলেও দীর্ঘমেয়াদী এবং সুদূরপ্রসারী।

অভিযোগ উঠলেই তদন্ত শুরু হওয়া উচিত — দ্রুত, নিরপেক্ষ এবং স্বচ্ছভাবে। দোষী প্রমাণিত হলে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে কেউ এই পথে পা বাড়াতে না পারে। একই সঙ্গে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়মিত এবং অঘোষিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

নারী শিক্ষার এই বিদ্যাপীঠকে দুর্নীতির অন্ধকার থেকে মুক্ত করে

আলোয় ফিরিয়ে আনাটা এখন সময়ের দাবি। কেননা, শিক্ষাঙ্গনে আস্থা টিকিয়ে রাখাই একটি সুস্থ সমাজের ভিত্তি।

এক সময়ের জনপ্রিয় দেশি খেজুর এখন পাখির খাদ্য

কৃষি নির্ভর মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকার সড়কের পাশে, বাড়ির আঙিনায়,ফসলি জমির আইল কিংবা পুকুর পাড়,কিংবা পতিত জমিতে সারি সারি দেশি খেজুর গাছের দেখা মেলে। এসব গাছে থোকায় থোকায় খেজুর ধরলেও বর্তমানে মানুষের আগ্রহ কমে যাওয়ায় অধিকাংশ খেজুর গাছেই পেকে নষ্ট হচ্ছে। এক সময় এই দেশিই খেজুর হাটে বাজারে বিক্রি হতো।

তবে বতর্মানে সময়ে দেশিই খেজুরে ক্রেতাদের আগ্রহ না থাকাই থোকায় থোকায় গাছেই পেকে নষ্ট হচ্ছে দেশিই খেজুর।

স্থানীয়দের মতে, প্রায় এক দশক আগেও দেশি খেজুরের আলাদা কদর ছিল। বাজারে এসব খেজুর বিক্রি হতো এবং অনেকেই লবণ মিশিয়ে কয়েক দিন রেখে পাকিয়ে খেতেন। সুস্বাদু এই ফলটি তখন গ্রামাঞ্চলের মানুষের কাছে বেশ জনপ্রিয় ছিল। তবে সময়ের পরিবর্তনে সেই চিত্র এখন অনেকটাই অতীত। তবে এখন এসব খেজুর বতর্মানে পাখির খাদ্য হিসেবেই বিবেচিত।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, খেজুর গাছে থোকায় থোকায় ফল ঝুলতে দেখতে খুবই সুন্দর লাগে। অথচ বর্তমানে অধিকাংশ খেজুর গাছেই নষ্ট হচ্ছে। একসময় মানুষ আগ্রহ নিয়ে এসব খেজুর সংগ্রহ করে তারা খেতেন। এ ছাড়া এসব গাছে কোনো কীটনাশক প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না এবং বিশেষ যত্ন ছাড়াই ভালো ফলন পাওয়া যায়।

মালশাদহ গ্রামের কৃষক মিন্টু বলেন,বর্তমানে দেশি খেজুর মূলত পশুপাখির খাবারে পরিণত হয়েছে। মানুষ এখন খুব একটা খায় না।

অথচ এই খেজুর এক সময় আমি বাজার থেকে কিনে এনে খেয়েছি। তবে সময়ের

ব্যাবধানে আজ তা হারাতে বসেছে। সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির প্রতিটি ফলের কোন না,কোন গুন রয়েছে।

তাই এ ফল খাওয়ার অভ্যাস বাড়ানো উচিত।

অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্য আঃ হান্নান বলেন,আমরা বাল্যকালে যে সকল ফল দেখেছি,খেয়েছি তার মধ্যে অনেক ফলই এখন আর দেখা মেলেনা। ছোটবেলায় গাছ থেকে পেড়ে অনেক খেজুর খেয়েছি। তখন লবণ মিশ্রিত পানিতে দুই-তিন দিন রেখে খেজুর পাকিয়ে খাওয়ার প্রচলন ছিল। কিন্তু এখনকার প্রজন্মের মধ্যে সেই আগ্রহ আর দেখা যায় না। আমরা আমাদের অনেক দেশিই ফল খাওয়া ভুলে গিয়েছি।

যার ফলে আমরা শারীরিক ভাবেই অনেক দুর্বল হয়ে পড়ছি।

প্রবাসী জাহাঙ্গীর আলম বলেন, আমি দেখেছি আগে ছোট-বড় সবাই দেশি খেজুর খেত। এখন আর তেমন কাউকে খেতে দেখা যায় না। কারন এখন হাতের নাগালেই বিভিন্ন ধরনের বিদেশি খেজুর পাওয়া যায়। আবার সেগুলো দেশি খেজুরের চেয়ে স্বাদও বেশি। আর দেশি খেজুরের আঁটি বড় হওয়ায় শাঁস তুলনামূলক কম। তবে এর স্বাদ ও পুষ্টিগুণের কারণে একসময় এর বেশ কদর ছিল।

খেজুরের গুড় বিক্রেতা আব্দুল খালেক বলেন, আমি প্রায় তিন শতাধিক গাছ থেকে শীতের মৌসুমে রস সংগ্রহ করে গুড় বানাই। আর বতর্মান সময়ে প্রতিটি গাছেই থোকায় থোকায় কাচা পাকা খেজুর ঝুলছে। অথচ আমি এই খেজুর একটাও পাড়ি না। সব আমি পাখির খাদ্য হিসেবে রেখে দিয়েছি। প্রতিদিন শতশত পাখি এই খেজুর খেতে আসে। বিশেষ করে শালিক,বুলবুলিসহ অনেক পাখি। তাদের কিচিরমিচির শুনতে খুব ভালো লাগে।

মো: মতিয়র রহমান বলেন, খেজুরসহ দেশি মৌসুমি ফলগুলো খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য বেশ উপকারী। এসব ফলে প্রচুর পুষ্টিগুণ রয়েছে এবং ক্ষতিকর কোনো দিক নেই। তাই দেশি ফল খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। আমি মনে করি প্রতিটি মৌসুমী ফলই এক একটি ভিটামিনের ভান্ডার।

প্রধান শিক্ষক আব্দুল লতিফের বিরুদ্ধে সীমাহীন দুর্নীতির অভিযোগ

মেহেরপুর জেলার নারী শিক্ষার অন্যতম বিদ্যাপীঠ “মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়”। সাম্প্রতিক সময়ে বিদ্যালয়টির প্রশাসনিক চেইন অব কমান্ড সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ার অভিযোগ উঠেছে। দিন দিন শিক্ষার মান তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে।

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জনাব আব্দুল লতিফের বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতি, সরকারি ও বেসরকারি ফান্ডের অর্থ আত্মসাৎ, বিদ্যালয়ের মূল্যবান সম্পদ তছরুপ এবং শিক্ষক-কর্মচারীদের সাথে চরম অসদাচরণের অভিযোগ উঠেছে।

বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গত রবিবার সরেজমিনে বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মচারীদের সাথে আলাপকালে বিদ্যালয়টির চরম অনিয়ম ও হরিলুটের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। নিয়ম অনুযায়ী প্রতিদিন ৬টি করে ক্লাস হওয়ার কথা থাকলেও শিক্ষার্থীরা জানায়, অধিকাংশ দিনই মাত্র ৩ থেকে ৪টি ক্লাস সম্পন্ন হয়। অবশিষ্ট সময় ক্লাস না হওয়ায় শিক্ষার্থীরা প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা ভেঙে যে যার মতো স্কুল প্রাঙ্গণ ও বাইরে ঘোরাঘুরি করে। প্রতিদিনের টিফিনের টাকা নেওয়া হলেও টিফিন দেওয়া হচ্ছে না।

ক্লাসরুম এবং বারান্দার দেয়ালে দেয়ালে অত্যন্ত আপত্তিকর ও নোংরা কথাবার্তা লেখা রয়েছে, যা প্রকাশ করা লজ্জাজনক।

পরিদর্শনে দেখা যায়, কম্পিউটার ল্যাবের ভেতরের পরিবেশ অত্যন্ত নোংরা ও পরিত্যক্ত। কোনো টেবিলে সচল কম্পিউটার নেই। পাবলিক ও অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার খাতা মেঝেতে ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায় রাখা হয়েছে। নথিতে ১১টি কম্পিউটার ও ৫টি ল্যাপটপের থাকা কথা থাকলেও ল্যাবে কোনো ল্যাপটপের অস্তিত্ব মেলেনি এবং কয়েকটি ভাঙাচোরা কম্পিউটার মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখা গেছে।

বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিটি ধুলোবালি ও নোংরা পরিবেশে আচ্ছন্ন, যেখানে পড়াশোনার ন্যূনতম পরিবেশ নেই। লাইব্রেরির রেজিস্টার

বিদ্যালয়ের দপ্তরি আব্দুস সালাম বলেন, “আমি হেডস্যারের ব্যক্তিগত কথা শুনিনি বলে তিন মাস আমার বেতন বন্ধ করে রেখেছিলো। পরে অনেক বলাবলির পর এখন বেতন দিচ্ছে।”

বিদ্যালয়ের সিনিয়র সহকারী শিক্ষক সেকেন্দার আলী মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রতিবেদকদের সামনে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুল লতিফকে বলেন, আপনি যাওয়ার আগে আমাকে সকল কিছুর হিসাব বুঝিয়ে দিয়ে যাবেন, না হলে আমি দায়িত্ব নিতে পারবো না। আমি যা যা বুঝে পাবো, সেগুলোর দায় আমার থাকবে। উল্লেখ্য, ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুল লতিফ চলতি মাসে ৩০ তারিখে অবসরে যাবেন। বিদ্যালয়ের সিনিয়র সহকারী শিক্ষক সেকেন্দার আলী সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পাবেন।

তবে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুল লতিফ সব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, বিদ্যালয়ের কম্পউটার, ক্যামেরা, খাটের বিষয়ে আমি কিছুই জানিনা। আগের প্রধান শিক্ষক আমাকে কিছুই বুঝিয়ে দিয়ে যায়নি। ক্লাসের বিষয়ে তিনি বলেন, কয়েকদিন পর সব ক্লাস শুরু হবে। গাছ লাগানোর বরাদ্দের বিষয়ে তিনি বলেন, বিদ্যালয়ের পিছন দিকে গাছ লাগানো হয়েছে।

মেহেরপুরে ভোটকেন্দ্র সংস্কারের কোটি টাকার বরাদ্দে অনিয়মের অভিযোগ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর সংস্কারের জন্য বরাদ্দ হওয়া লক্ষ লক্ষ টাকার সরকারি অর্থ অপব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে মেহেরপুরে। বিদ্যালয় সংস্কারের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হলেও বহু ক্ষেত্রে সেই অর্থ কাগজে-কলমে খরচ দেখানো হয়েছে চেয়ার-টেবিল ও আসবাবপত্র কেনার খাতে। কোথাও আবার পুরোনো আসবাব নতুন বলে দেখিয়ে বিল পাস করানোর অভিযোগও সামনে এসেছে।

থেকে পাঁচ গুণ বেশি বরাদ্দ পেয়েছে। মুজিবনগরে কোনো বরাদ্দ আসেনি। বরাদ্দ দিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

সরকারি অর্থ ব্যয়ের স্বচ্ছতা, ভোটকেন্দ্র সংস্কারের বাস্তব চিত্র এবং বরাদ্দ বণ্টনে বৈষম্যের অভিযোগ ঘিরে এখন প্রশ্ন উঠছে মেহেরপুরের শিক্ষা প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে। স্থানীয় মহলের দাবি, বিষয়টির নিরপেক্ষ তদন্ত করে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

প্রশাসনের একাংশের মতে, ভোটকেন্দ্র সংস্কারের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ব্যয় না হলে নির্বাচন-পূর্ব প্রস্তুতির মান নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। কারণ ভোটগ্রহণের পরিবেশ উন্নত করা এবং ভোটারদের জন্য নিরাপদ ও উপযোগী কেন্দ্র নিশ্চিত করতেই এই বরাদ্দ দেওয়া হয়। অথচ সেই অর্থ যদি অন্য খাতে ব্যয় করা হয় বা কাগজে-কলমে কাজ দেখিয়ে বিল উত্তোলন করা হয়, তবে তা সরকারি নীতিমালার পরিপন্থী হওয়ার পাশাপাশি জনআস্থার ক্ষেত্রেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন শিক্ষাবিদ বলেছেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদ নির্বাচন শুধু জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের প্রক্রিয়াই নয়, রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণের অন্যতম প্রধান সাংবিধানিক আয়োজন। এই নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরাই জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে আইন প্রণয়ন ও সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করেন। সেই নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত করা ভোটকেন্দ্র সংস্কারের বরাদ্দ নিয়েই যখন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে, তখন তা শুধু সরকারি অর্থ অপচয়ের প্রশ্নে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং নির্বাচনী ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও প্রশাসনিক সততার ওপরও প্রশ্নচিহ্ন তৈরি করে।